দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 30 APR 1997
পৃঃ ? কলাম ?

অচল ডাকসু ভেঙ্গে না দেয়ার দাবি জানিয়েছে ছাত্রদল

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ অচল ডাকসু'র নেতৃবৃন্দ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভেঙ্গে না দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর বর্তমান ডাকসু ও হল সংসদ

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

অচল ডাকসু ভেঙ্গে না

(প্রথম পাতার পর)

নেতৃবৃন্দ দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবেন। এর আগে ডাকসু ভেঙ্গে দিলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দেন।

মঙ্গলবার ছাত্রদল আয়োজিত এক সমাবেশে এ ঘোষণা দেয়া হয়। এর আগে গত সোমবার ১৭ সদস্যবিশিষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় দীর্ঘ প্রায় সাত বছর ধরে অকার্যকর ও অচল ডাকসু ভেঙ্গে দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ডাকসু'র সভাপতি উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরী যে কোন সময় ডাকসু ও হল সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারবেন। তাছাড়া ডাকসু সংবিধানের পাঁচ নম্বর ধারা অনুযায়ী উপাচার্য যে কোন সময় ডাকসু ও হল সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন।

সিন্ডিকেটের এ সিদ্ধান্তকে অগণতান্ত্রিক ও একপেশে বলে দাবি করেছেন ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ। তাঁদের মতে, বর্তমান সরকারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সিন্ডিকেট এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমন অসংখ্য অভিযোগ তোলা হয় ডাকসু ভবনের সামনে ছাত্রদল আয়োজিত সমাবেশে। এ সময় বক্তৃতা করেন ছাত্রদল সভাপতি শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানী, নাসিরউদ্দিন অসীম, এবিএম মোশাররফ হোসেন, মনির হোসেন, সেলিমুজ্জামান সেলিম ও শাহাবুদ্দিন লাল্টু।

বক্তারা অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান। নইলে উদ্ভূত পরিস্থিতির দায়-দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বহন করতে হবে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন।

ডাকসু'র বক্তব্য

বর্তমানে অচল ডাকসু'র সভাপতি আমানউল্লাহ আমান এমপি, জিএস খায়রুল কবির খোকন ও এজিএস নাজিমউদ্দিন আলম এমপি সিন্ডিকেটে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, এ সিদ্ধান্ত বর্তমান স্বৈরাচার সরকারের সুপরিকল্পিত চক্রান্তের ফসল। বর্তমান সরকারের অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যাতে কোন ছাত্র আন্দোলন গড়ে না ওঠে সেই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁরা আরও বলেন, ছাত্রদল বরাবর ডাকসু নির্বাচন চেয়ে আসছে। কিন্তু কারা নির্বাচন বানচাল করে আসছে তা দেশবাসীর নিশ্চয়ই মনে আছে।